গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রশাসনিক পরিভাষা

বাংলা ভাষা বাস্ড়বায়ন কোষ
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রশাসনিক পরিভাষা

(পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ)

বাংলা ভাষা বাস্ড়বায়ন কোষ
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
অক্টোবর, ২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বাংলাভাষা বাস্ড়বায়ন কোষ

www.mopa.gov.bd

নং-০৫.২০৫.০২২.০০.০০.০০২.২০১০-৭৩ তারিখ ঃ ০৩ কার্তিক ১৪১৮ / ১৮ অক্টোবর ২০১১

বিষয় ঃ প্রশাসনিক পরিভাষা।

অত্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-সম(বাবাকো)-৩৫/৯২-২৪(৫০), তারিখ ঃ ০১-২-১৯৯৪ এর মাধ্যমে ১৯৯৪ সনে সর্বশেষ প্রশাসনিক পরিভাষা প্রকাশ করা হয়। এরপর সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক নতুন নতুন শব্দ প্রশাসনে অন্ড়র্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া, অনেক নতুন শব্দ নতুন কলেবরে প্রশাসনিক পরিভাষায় অন্ড়র্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায়, বাংলাভাষা বাস্ড়বায়ন কোষ প্রায় ২৫০০ নতুন শব্দ অন্ড়র্ভুক্ত করে প্রশাসনিক পরিভাষার একটি পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করেছে।

০২। এক্ষণে, সরকারি কাজে সর্বস্ড়রে বাংলাভাষার প্রচলন এবং ব্যবহারের জন্য উক্ত প্রশাসনিক পরিভাষার পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণের কপি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

(সালেহা আফরোজ)
বিশেষজ্ঞ (উপ-সচিব)
বাংলাভাষা বাস্ড়বায়ন কোষ
ফোন ঃ ৯৫১৫৫৪৫

সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব
.....
মন্ত্রণালয়/বিভাগ

নম্বর-০৫.২০৫.০২২.০০.০০.০০২.২০১০-৭৩ তারিখ ঃ ০৩ কার্তিক ১৪১৮ / ১৮ অক্টোবর ২০১১

অনুলিপি অবগতি ও তাঁর অধিদপ্তরে/পরিদপ্তরে/দপ্তরে/সংস্থায় ব্যবহারের জন্য ..... টি কপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১। সকল অধিদপ্তর/পরিদপ্তর প্রধান।
২। সকল স্ব-শাসিত সংস্থা প্রধান।
৩। সকল বিভাগীয় কমিশনার।
৪। সকল জেলা প্রশাসক।
৫। সকল থানা নির্বাহী অফিসার।

(সালেহা আফরোজ)
বিশেষজ্ঞ (উপ-সচিব)
বাংলাভাষা বাস্ড়বায়ন কোষ

খ—

ভূমিকা

সরকারি কাজের সকল স্ড়রে তথা অফিস-আদালতে বাংলাভাষা প্রচলনের জন্য প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত বিশেষ অর্থবহ ইংরেজি শব্দের উপযুক্ত, সহজবোধ্য এবং সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য পরিভাষা প্রণয়ন আবশ্যক হওয়ায় বাংলাভাষা বাস্ড়বায়ন কোষ ১৯৮৬ সনে "প্রশাসনিক পরিভাষা A. B. C (আংশিক)", ১৯৮৭ সনে "প্রশাসনিক পরিভাষা প্রথম সংস্করণ (সংযোজন)" এবং ১৯৯৪ সনে ''প্রশাসনিক পরিভাষা" প্রকাশ করে।

২। ১৯৯৪ সনে প্রশাসনিক পরিভাষা প্রকাশের পর সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের নানামুখী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্ড়বায়নের সুবাদে প্রশাসনে অনেক নতুন নতুন শব্দ অন্ড়র্ভুক্ত হয়েছে এবং অনেক নতুন শব্দ নতুন কলেবরে পরিভাষায় সংযোজনের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয় প্রায়শই নতুন ইংরেজি শব্দের বাংলা পরিভাষা জানতে চায়। এ কারণে, বাংলাভাষা বাস্ড়বায়ন কোষ বর্তমান প্রশাসনিক পরিভাষার একটি পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৩। প্রশাসনিক পরিভাষা প্রণয়নে বাংলাভাষা বাস্ড়বায়ন কোষের বঙ্গানুবাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা কমিটি পরিভাষা উপ-কমিটি হিসেবে কাজ করেছে। উক্ত উপ-কমিটিতে বাংলাভাষা বাস্ড়বায়ন কোষের উপ-সচিব আছমা নাসির উদ্দিন, বিশেষজ্ঞ সালেহা আফরোজ, অনুবাদ কর্মকর্তা হোসাইন রিদওয়ান আলী খান ও নঈমা বেগম এবং বাংলা একাডেমীর উপ-পরিচালক, ভাষা ও সাহিত্য, ড. মিজানুর রহমান অন্ড়র্ভুক্ত রয়েছেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (বিধি) মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া'র সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও নেতৃত্বে পরিভাষা কমিটি পারিভাষিক শব্দাবলি যাচাই-বাছাই ও রিভিউ করে। কমিটি প্রতিটি শব্দের বুৎপত্তি, মূল অর্থ, ব্যবহৃত অর্থ ইত্যাদি খুটিনাটি বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করেছে। এছাড়া, বাংলা একাডেমীর মহা-পরিচালক শামসুজ্জামান খান প্রশাসনিক পরিভাষার চূড়ান্ড় কপি নিরীক্ষণ করেছেন।

৪। প্রশাসনিক পরিভাষা প্রণয়ন একটি দুরূহ কাজ। কালের বিবর্তনে একটি জীবন্ড় ভাষায় সঞ্চারিত নতুন নতুন শব্দকে পারিভাষিক শব্দাবলিতে রূপান্ড়রপূর্বক পরিভাষা প্রণয়ন আরো দুরূহ। এহেন দুরূহ কাজের গুর"ভার দায়িত্ব পালনে বাংলাভাষা বাস্ড়বায়ন কোষ ও বাংলা একাডেমীর কর্মকর্তাবৃন্দ যে ঐকান্ড়িকতা এবং নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসাযোগ্য। তাঁদের নিরলস পরিশ্রমের ফসল হিসেবে প্রশাসনিক পরিভাষায় প্রায় ২৫০০ নতুন শব্দ সংযোজিত হয়েছে। প্রশাসনিক পরিভাষা প্রণয়নে বাংলাভাষা বাস্ড়বায়ন কোষ অর্পিত দায়িত্ব সুচার"রূপে ও যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছে বলেই প্রশাসনিক পরিভাষার এই পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে বলে আমি মনে করি। এ জন্য পরিভাষা কমিটির সদস্যবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া, যুগ্ম-সচিব (বিধি), এবং শামসুজ্জামান খান, মহা-পরিচালক, বাংলা একাডেমী এর সার্বিক সহযোগিতার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

৫। পরিভাষা বিবর্তনশীল। আজ যা পরিভাষা হিসেবে গৃহীত হচ্ছে কাল সে সম্পর্কে ভিন্নমত দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে একটি ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ অনেক হতে পারে, এমনকি ব্যবহারের ভিন্নতার এবং কালের বিবর্তনের ফলে অর্থ পরিবর্তিত হতে পারে। প্রশাসনিক পরিভাষাকে আরো সুন্দর, সহজবোধ্য ও সমৃদ্ধ করার যে কোনো প্রস্ড়াব বা পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইকবাল মাহমুদ
সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

প্রশাসনিক পরিভাষা